Unit-II Section-C

রাধাবল্লভ ত্রিপাঠী

রাধাবল্লভ ত্রিপাঠীর জন্ম মধ্যপ্রদেশের রাজগঢ় জেলাতে ১৯৪৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী। পিতার নাম গোকুলপ্রসাদ ত্রিপাঠী ও মা শ্রীমতী গোকুল বাঈ। পিতামহ রামপ্রসাদ ত্রিপাঠী। পিতা গোকুল প্রসাদ সংস্কৃত এবং হিন্দী সাহিত্যের পণ্ডিত, কবি ও সমীক্ষক। পিতা মধ্যপ্রদেশ শাসনের উচ্চতর শিক্ষা বিভাগে সংস্কৃতের প্রাধ্যাপক ছিলেন। রাধাবল্লভের মাত্র তিন বছর বয়সে মাতৃবিয়োগ

হয় । পিতার সান্নিধ্যে জীবন ব্যয়িত হবার ফলে স্বল্প বয়সেই রাধাবল্লভের কারয়িত্ব প্রতিভার বিকাশ পরিলক্ষিত হয় ও জ্ঞানের শ্রীবৃদ্ধি হয়। ১৯৬৫ সালে মধ্যপ্রদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা পরীক্ষাতে সারা প্রদেশে প্রথম স্থান লাভ করেন। মাত্র পনের বছর বয়সে 'অমৃতলতা'-তে প্রকাশিত হয় তাঁর রচনা । ড. হরিসিংহ গৌর বিশ্ববিদ্যালয়, সাগরে তিনি সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন । তারপর নিউ দিল্লীতে (মানিত বিশ্ববিদ্যালয়) রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থানের উপাচার্য পদে ব্রতী হন।

সাহিত্যিক অবদানের জন্য অনেক জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সম্মান পেয়েছেন । সাহিত্য অকাদেমী সম্মান, কে.কে বিড়লা ট্রাস্ট হতে 'নাট্যশাস্ত্র বিশ্বকোষ' – এর জন্য শঙ্কর পুরস্কার, বেদব্যাস সম্মান এবং নাগপুরের কালিদাস সংস্কৃত অকাদেমী হতে লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট সম্মান লাভ করেন । জার্মানী, হল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি বহু দেশে ভিজিটিং প্রফেসর হিসাবে গিয়েছেন । ২০০২ হতে ২০০৫ পর্যন্ত থাইল্যাণ্ডের শিল্পাকন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর ছিলেন। ১৬৭টির বেশী বই প্রকাশিত হয়েছে তাঁর । এছাড়া বহু গবেষণামূলক নিবন্ধ বিভিন্ন গবেষণামূলক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বহু গ্রন্থও সম্পাদনা করেছেন। সিমলার এডভান্স স্টাডি সেন্টারে মার্চ ২০১৪ হতে ২০১৫ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত রিসার্চ প্রোজেক্টে রত ছিলেন। এখনও তিনি সারস্বত সাধনা চালিয়ে যাচ্ছেন। আধুনিক সংস্কৃতসাহিত্যে তাঁর অবদান অপরিসীম।

তিনি বহু মৌলিকসাহিত্য রচনা করেছেন, তার মধ্যে কয়েকটি হল – প্রেমপীযূষম্, সন্ধানম্, লহরীদশকম্, সম্প্লবঃ, সংসরণম্, অভিনবশুকসারিকা, তণ্ডুলপ্রস্থীয়ম্, গীতধীবরম্, সুশীলানাটকম্, বিক্রমচরিতম্, উপাখ্যানমালিকা, অন্যচ্চ, স্মিতরেখা, তাণ্ডবম্, নাট্যমণ্ডপম্, সংস্কৃতনিবন্ধকলিকা, প্রেক্ষণসপ্তকম্, অভিনবশুকসারিকা, রুমীরহস্যম্, অভিনবকাব্যালঙ্কারসূত্রম্ ইত্যাদি। বহু গ্রন্থের সম্পাদনাও করেছেন অসাধারণ নৈপুণ্যে। তাঁর সম্পাদিত

গ্রন্থগুলি হল ভারতীয় কাব্যশাস্ত্র কী আচার্যপরম্পরা, সংস্কৃতসাহিত্য কা অভিনব ইতিহাস, সংস্কৃত সাহিত্য বীসবীং শতাব্দী, নাট্যশাস্ত্রবিশ্বকোষ (চারখণ্ড), কালিদাস কী সমীক্ষা পরম্পরা ইত্যাদি।

হিন্দী ও ইংরেজী কাব্যের সংস্কৃতানুবাদেও তিনি সিদ্ধহস্ত। গদ্য, পদ্য এবং নাট্যরচনাতে তাঁর সমান দক্ষতা। সাহিত্যশাস্ত্র এবং নাট্যশাস্ত্রে তিনি বিশেষ পারদর্শী।

তাঁর রচিত কিছু প্রখ্যাত রচনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল –

<u>প্রেক্ষণসপ্তকম্</u> –

এই নাট্যসংগ্রহে আছে সাতটি নাটক। সেগুলি হল – সোমপ্রভম্, মেঘসন্দেশম্, ধীবরশাকুন্তলম্, মুক্তিঃ, মশকধানী, গণেশপূজনম্ ও প্রতীক্ষা। সমস্ত নাটকগুলি সমসাময়িক সমস্যার উপর রচিত।

<u>সোমপ্রভম্</u> –

পণপ্রথার বিরুদ্ধে মেয়েদের দুঃখের কথা এই নাটকে বর্ণিত। পাঁচ বছরের মেয়ে সোমপ্রভার সাক্ষিদানের ফলে শ্বশুর শাশুড়ির অত্যাচারে অত্যাচারিত বিমলা কিভাবে রক্ষা পেয়েছিল তার বিবরণ করুণ রসে জারিত করে রচিত হয়েছে। আজ একবিংশ শতাব্দীতে উচ্চশিক্ষিত হয়েও নারী হবার অভিশাপ কিভাবে পীড়া দেয় ইত্যাদি চিরন্তন সমস্যার সাথে এই রূপকে ভারতীয় নারীর সহনশীলতা, ত্যাগ, প্রেম এবং আদর্শ ভাবনা ইত্যাদি লেখক উপস্থাপিত করেছেন।

সোমপ্রভা এক পাঁচ বছরের ছোট্ট মেয়ে। বিমলা এক চাকরি করা বিবাহিত মহিলা যার স্বামী অন্য শহরে চাকরি করেন। আর্থিক পরিস্থিতির সাথে মোকাবিলা করতে গিয়ে বিমলার নিজের সম্পত্তির উপর কোন অধিকার থাকে না। পুত্র না হবার দায়ে সে প্রতিনিয়তই নির্যাতিত হয়েছে। কন্যা সোমপ্রভা

ছিন্ন কাপড়ের কারণে বিদ্যালয়ে যেতে চায় না। পতি ও কন্যার অনুপস্থিতিতে শ্বশুর ও শাশুড়ী বিভিন্ন কারণে তাকে অত্যাচার করে এবং আগুনে জ্বালিয়ে মারার ষড়যন্ত্র করে। সোমপ্রভা সব দেখে দৌড়ে যায় এবং এক পুলিশকে ডেকে নিয়ে আসে নিজের মার প্রাণ রক্ষা করার জন্য। এই নাটকে লেখক স্ত্রীদুর্দশা, পণপ্রথা ইত্যাদি অনেক সমস্যার প্রতি সঙ্কেত দিয়েছেন।

মেঘসন্দেশম্ -

অন্তঃপ্রকৃতি এবং বহিঃপ্রকৃতির পরিবেশের প্রতি কবি গভীর চিন্তা ব্যক্ত করেছেন এই কাব্যে। এই প্রেক্ষণকে কালিদাসের মেঘদূতের নামকরণের ছায়ার উপর আশ্রয় করে সমসাময়িক প্রতিপাদ্য বিষয়ে কবি নবীন দৃষ্টিপাত করেছেন। এতে বর্ণিত পাত্র সৌরভের হৃদয়ে বর্ষার আগমনের প্রতি ব্যাকুলতার অতীব হৃদয়স্পর্শী।

ধীবরশাকুন্তলম্ –

যদিও কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ এক প্রাসঙ্গিক কথাবস্তুর উপর আধারিত তবুও এতে নবীন কথাবস্তুর সংযোজন করে কবি নবীন কল্পনার পরিচয় দিয়েছেন। ধীবরকে নায়করূপে এবং উহার প্রেমিকাকে নায়িকারূপে প্রস্তুত করে নায়িকার নাম শকুন্তলা রেখে অপূর্বতার সমাবেশ করেছেন। এতে সরল জেলের প্রতি ধূর্ত রাজপুরুষের অবাঞ্ছিত কথার বর্ণনা করে লেখক রাজনেতাদের ধূর্ত সেবকগণ যেরকমভাবে নিরীহ লোকেদের উপর প্রতারণা ও ব্যাভিচার করে তার চিত্র অসাধারণ মুন্সীয়ানায় উপস্থাপিত করেছেন।

গীতধীবরম্ –

এটি রাগকাব্য। যদিও লেখক এই কাব্য জয়দেবের অনুসরণে রচনা করেছেন কিন্তু নিজের পৃথিবীতল এবং ভাববোধ নির্মাণ করেছেন। প্রাচীনতা এবং নবীনতার মধ্যে অভিনব শৃঙ্খলার নির্মাণ করতে গিয়ে কবি জীবনের অনেক কিছু বলেছেন। নয়টি সর্গে বিভক্ত। এই কাব্যে অনেক গীতি অতি গম্ভীর এবং দার্শনিক। সাগর ও ধীবরের প্রতীকে কবি এই গ্রন্থে গম্ভীর এবং দার্শনিক পক্ষের উন্মেষ করেছেন। এটা নিশ্চয় কবির জীবনদৃষ্টির দ্যোতক।

'गीतधीवरम्'

प्रथमो सर्गः गीतिः ४

1. विपुला धरणी- ततोऽपि विपुलः सागरतलविस्तारः ।

विपुलतरोऽयं परं त्वदीयः सङ्कल्पाकूपारः ॥

2. उद्धर धीवर मनसः क्लेशादात्मनैव चात्मानम् ।

3. उच्छलिता एते नौकाग्रं ग्रसितुमिवोग्रा मीनाः ।

तव भुजदण्डपेशिकामीना आभ्यस्त्वधिकं पीनाः ।

4. दैन्यविहीनं त्वं विस्तारय सुदृढं मनोवितानम् ।

5.लहरीसङ्घट्टनादोऽयं तीव्रो जनयति भीतिम् ।

नालं प्रसृतामभिभवितुं त्वत्कण्ठनिर्गतां गीतिम् ॥

6. स्पृशत्वकुण्ठितमागगनान्तं दिग्वलयं तव गानम् ।

7. प्रसरति तमस्तोम एषोऽयं यदपिच्छन्नाकाशः ।

कृन्तति किन्तु तवायमथैनमन्तर्दीपप्रकाशः ॥

8. दैन्यविहिनं एवं विस्तारय सदृढ मनोवितानाम् ।